**ব্লু - ইকোনমির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে**

**সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সময়াবদ্ধ ও ফলাফলভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা**

**(Time-bound & Result-based Workplan for Marine Fisheries Resources Management)**

**স্বল্প মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা সময়সীমা: ২০১৮ - ২০২০ (৩ বছর)**

| **#** | **অভিষ্ট/লক্ষ্য**(Goal/Objective) | **মূল কার্যক্রম** (Key Activity) | **কার্যক্রমের বিবরণ**(Activity Details) | **বাস্তবায়ন কাল**(Timeframe) | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নিরূপণ ও মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ | * ডাটা সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ
 | * ল্যান্ডবেজড সার্ভে ফ্রেম হালনাগাদকরণ
 | জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০ | “Sustainable Coastal & Marine Fisheries Project (SCMFP)” এর মাধ্যমে ল্যান্ডবেজড সার্ভে ফ্রেম হালনাগাদ করা হবে।  |
| * ল্যান্ডবেজড ডাটা সংগ্রহ ও পরিবীবক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে ল্যান্ডবেজড ডাটা সংগ্রহ ও পরিবীবক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে।  |
| * ল্যান্ডবেজড ডাটা সংগ্রহে স্থানীয় সুফলভোগীদের সম্পৃক্তকরণ
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে ল্যান্ডবেজড ডাটা সংগ্রহে স্থানীয় সুফলভোগীদের সম্পৃক্তকরণ করা হবে। |
| * তথ্য সংগ্রহকারীর দক্ষতা উন্নয়ন
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে ল্যান্ডবেজড সার্ভে ফ্রেম হালনাগাদ করা হবে।  |
| * বাণিজ্যিক ট্রলার ও আর্টিসনাল নৌযানের কার্যকর ক্যাচ মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলা
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে ল্যান্ডবেজড সার্ভে ফ্রেম হালনাগাদ করা হবে।  |
| * বঙ্গোপসাগরে মাছের মজুদ নিরূপণ ও সর্বোচ্চ টেকসই আহরণমাত্রা নির্ণয়
 | * গবেষণা ও জরিপ জাহাজের মাধ্যমে নিয়মিত ক্রুজ পরিচালনা
 | জুলাই ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০ | এ পর্যন্ত আর.ভি. মীন সন্ধানী জাহাজের মাধ্যমে ২৪টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করে মোট ৪৩০টি প্রজাতি সনাক্ত করা হয়েছে এবং জৈবিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ৩৬৪ প্রজাতির মাছ, ৩৩ প্রজাতির চিংড়ি, ২১ প্রজাতির কাঁকড়া এবং ১২ প্রজাতির মোলাস্ক পাওয়া গেছে। গবেষণা ও জরিপ জাহাজের মাধ্যমে নিয়মিত ক্রুজ পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। |
| * বঙ্গোপসাগরের একাস্টিক (acoustic) সার্ভে পরিচালনা
 | ঐ | ০২/০৮/২০১৮ খ্রি. হতে ১৭/০৮/২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত খাদ্য ও কৃষি সংস্থা FAO এবং Institute of Marine Research (IMR) কর্তৃক পরিচালিত EAF\_ Nansen Program এর মাধ্যমে অত্যাধুনিক জরিপ ও গবেষণা জাহাজ R.V. Dr. Fridtjof Nansen দ্বারা বঙ্গোপসাগরে Acoustic সার্ভে পরিচিালিত হয়েছে। উক্ত সার্ভে কার্যক্রমে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ১৫ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেছেন। |
| * বঙ্গোপসাগরে প্রাপ্ত মাছের প্রজাতির তালিকা হালনাগাদকরণ
 | ঐ | সমাপ্তকৃত বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প এর মাধ্যমে মাছের প্রজাতির তালিকা প্রণয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছিল যা SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।  |
| * ল্যান্ডবেজড সার্ভে ও ক্রুজ পরিচালনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ
 | ঐ | সমাপ্তকৃত বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প এর মাধ্যমে ২০১২-১৩ হতে ২০১৮-১৯ সাল পর্যন্ত আর্টিস্যনাল ফিসারিজের ল্যান্ডবেজড ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৮-২০১৯ সাল পর্যন্ত আর.ভি. মীন সন্ধানী জাহাজের মাধ্যমে ২৪টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করে মোট ৪৩০টি প্রজাতি সনাক্ত করা হয়েছে এবং জৈবিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে যা বিশ্লেষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| * প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন
 | ঐ | ২০১৪ সাল হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার মৎস্য সম্পদ আহরণ, ব্যবস্থাপনা, জরিপ ইত্যাদির জন্য দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে দেশে ১১১৮ এবং বিদেশে ১১১ জন মোট ১২২৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।  |
| * নতুন মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ
 | * জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ
 | জুলাই ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০ | জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| * সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় ও আহরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় ও আহরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
|  | ইকোসিস্টেমভিত্তিক উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | * ঘোষিত মেরিন রিজার্ভ ও এমপিএ ব্যবস্থাপনা এবং নতুন মেরিন রিজার্ভ/এমপিএ ঘোষণা
 | * নতুন মেরিন রিজার্ভ/এমপিএ ঘোষণার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ
 | জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০১৯ | এমপিএ ঘোষণার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় ও যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় যার প্রেক্ষিতে নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন ৩১৮৮ বর্গ কি.মি. এলাকাকে ২০১৯ সালে মেরিন রিজার্ভ/এমপিএ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে ।  |
| * সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় ও এমপিএ ঘোষণার লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ
 | ঐ | সমাপ্ত |
| * মেরিন রিজার্ভ ও এমপিএ সংরক্ষণ এবং জৈবিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ
 | জুলাই ২০১৮-জুন ২০২০ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে উদ্যোগ গ্রহণ
 | * আইন-বিধি ও নীতিমালা হালনাগাদকরণ
 | জুলাই ২০১৮-জুন ২০২০ | “সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০১৮” এর খসড়া ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের “লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক” বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।“জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা-২০১৮” এর খসড়া হালনাগাদ করে ২০/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।  |
| * EEZ ও ABNJ এর ২০০ মিটার গভীরতার বাহিরে এবং আর্ন্তজাতিক জলাশয়ে টুনা ও টুনাজাতীয় মৎস্য আহরণে উদ্যোগ গ্রহণ
 | ঐ | Exclusive Economic Zone (EEZ) এর বাহিরে Area Beyond National Jurisdiction (ABNJ) এর গভীর সমুদ্রে বাণিজ্যিকভাবে টুনা এবং অন্যান্য বৃহৎ পেলাজিক মৎস্য আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১০ টি লং-লাইনার এবং ০৭ টি পার্স সেইনার প্রকৃতির মোট ১৭ টি ফিশিং লাইসেন্সের সম্মতিপত্র মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রদান করা হয়েছে। সম্মতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ভেসেল সংগ্রহের প্রচেষ্টায় আছে।সরকারি অর্থায়নে গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।এছাড়াও টুনা মাছ আহরণের জন্য জাপান সরকারের bi-latteral প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।  |
| * Long Line Fishing এ দক্ষ জনবল তৈরি
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে Long Line Fishing এ দক্ষ জনবল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে সরকারী-বেসরকারী যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ
 | জুলাই ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০ | চলমান রয়েছে।  |
| * মেরিকালচার ও কোস্টাল একোয়াকালচার সম্প্রাসারণে সমন্বিত পরিকল্পনা (Spatial Planning) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
 | * চাষ প্রবর্তনের জন্য সম্ভাবনাময় সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি নির্বাচন
 | জুলাই ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০ | Indian Ocean Rim Association (IORA) কর্তৃক অনুমোদিত Introduction of Oyster Culture in Bangladesh শীর্ষক একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে চাষ প্রবর্তনের জন্য সম্ভাবনাময় সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি নির্বাচনকরত: চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তন এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * সম্ভাবনাময় সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তন
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * উপকূলীয় এলাকায় পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো উন্নয়ন
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * উত্তম মৎস্যচাষ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তম মৎস্যচাষ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * এলাকা (zone) ও ক্লাস্টারভিত্তিক চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তন
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের এলাকা (zone) ও ক্লাস্টারভিত্তিক চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞানভিত্তিক ও সমন্বিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
 | * সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময়
 | জুলাই ২০১৮-জুন ২০২০ | চলমান রয়েছে। |
| * সময়াবদ্ধ ও ফলাফলভিত্তিক সমন্বিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি
 | জুলাই ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে সময়াবদ্ধ ও ফলাফলভিত্তিক সমন্বিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
|  | পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (MCS) ব্যবস্থা জোরদারকরণ | * বাণিজ্যিক ট্রলারে ও মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স কার্যক্রম জোরদারকরণ
 | * মৎস্য আহরণে নিয়োজিত নৌযান ও সরঞ্জামের তথ্য হালনাগাদকরণ
 | জুলাই ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০ | মৎস্য আহরণে নিয়োজিত নৌযান ও সরঞ্জামের তথ্য হালনাগাদকরণ করা হয়েছে এবং SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে আরো আধুনিকায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * নৌযান ও সরঞ্জামের ডাটাবেইজ তৈরি
 | ঐ | সমাপ্তকৃত বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প এর মাধ্যমে নৌযান ও সরঞ্জামের ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে হালনাগাদকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স কার্যক্রম জোরদারকরণে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস প্রবর্তন
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস প্রবর্তন করা হবে। |
| * এমসিএস বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি
 | * মেরিন সার্ভিলেন্স চেকপোস্ট স্থাপন ও কার্যকর করা
 | জুলাই ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০ | বাংলাদেশের চট্টগ্রামে একটি সামুদ্রিক সার্ভেলেন্স চেকপোষ্ট পরিচালিত হচ্ছে এবং SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ১৬টি সামুদ্রিক সার্ভেলেন্স চেকপোষ্ট নির্মাণ করা হবে। |
| * পেট্রোলিং ভেসেল ও হাইস্পীড বোট সংযোজন
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে পেট্রোলিং ভেসেল ও হাইস্পীড বোট সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের জনবল বৃদ্ধি ও কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন
 | ঐ | সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের জনবল বৃদ্ধি কার্যক্রম টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা হচ্ছে এবং SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে আরো প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।  |
| * বাণিজ্যিক ট্রলারে VMS ও মৎস্য নৌযানে AIS সংযোজন
 | ঐ | সমাপ্তকৃত বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প এর মাধ্যমে এর মাধ্যমে ১৩৩ টি ট্রলারের Vessel Monitoring System (VMS) ডিভাইস সংযোজন করা হয়েছে।এছাড়া SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ১০০ টি ট্রলারের Vessel Monitoring System (VMS) ও ২০০০০ টি নৌযানে AIS ডিভাইস সংযোজন করা হবে। |
| * সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে সমন্বিত তদারকি ব্যবস্থার উন্নয়ন
 | * সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের কার্যকর অংশগ্রহণে সমন্বিত তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা
 | জুলাই ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের কার্যকর অংশগ্রহণে সমন্বিত তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * বিদেশি ট্রলার ও নৌযানের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ
 | ঐ | বাংলাদেশের জলসীমায় বিদেশী জাহাজের অনুপ্রবেশ রোধে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর যৌথ ‌কার্যক্রম চলমান রয়েছে।  |
|  | সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ | * সামুদ্রিক মাছের অবাধ প্রজনন ও রক্ষার্থে মৌসুমি নিষেধাজ্ঞা প্রদান
 | * ৬৫ দিনের মৎস্য আহরণ নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
 | জুলাই ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০ | ২০১৫ সাল থেকে প্রতি বৎসর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন বঙ্গোপসাগরে সকল প্রকার ট্রলার কর্তৃক সকল প্রজাতির মৎস্য এবং ক্রাস্টেশিয়ানস আহরণ নিষিদ্ধ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এ বছর হতে বাণিজ্যিক ট্রলারের পাশাপাশি সকল আর্টিস্যনাল নৌযানের উপরও নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।  |
| * গবেষণার মাধ্যমে প্রজাতিভিত্তিক প্রজনন সময় ও এলাকা নির্ধারণপূর্বক অঞ্চল ও এলাকাভিত্তিক মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখার ব্যবস্থাগ্রহণ
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে গবেষণার মাধ্যমে প্রজাতিভিত্তিক প্রজনন সময় ও এলাকা নির্ধারণপূর্বক অঞ্চল ও এলাকাভিত্তিক মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। |
| * বাণিজ্যিক ট্রলারের বার্ষিক মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ট্রলারের বার্ষিক মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বাণিজ্যিক জাহাজের ব্যালাস্ট পানি নিয়ন্ত্রণ ও মেরিন লিটার দূষণ নিয়ন্ত্রণ
 | * ব্যালাস্ট পানি নিয়ন্ত্রণ ও মেরিন লিটার দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে কমিটি গঠন
 | জুলাই ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিটির সভা আহবান, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
|  | উপকূলীয় মৎস্যজীবী/জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন | * উপকূলীয় মৎস্যজীবীদৈর জীবনমান উন্নয়ন
 | * বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপকূলীয় জেলেদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
 | জুলাই ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০ | বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপকূলীয় জেলেদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।  |
| * মৎস্য সরবরাহ ব্যবস্থায় উপকূলীয় জেলেদের সম্পৃক্তকরণ
 | ঐ | মৎস্য সরবরাহ ব্যবস্থায় উপকূলীয় জেলেদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে SCMF প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| * উপকূলীয় জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে মডেল ফিসার্স ভিলেজ স্থাপন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে মডেল ফিসার্স ভিলেজ স্থাপন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| * মৎস্য আহরণে নিরাপত্তা বিধান ও ঝুঁকি হ্রাসকরণ
 | * উপকূলীয় জেলেদের আধুনিক মাছ ধরার সরঞ্জামসহ নিরাপদ নৌকা বিতরণ
 | জুলাই ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে জেলেদের আধুনিক মাছ ধরার সরঞ্জামসহ নিরাপদ নৌকা বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * উপকূলীয় জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন / ট্রাস্ট ফান্ড গঠন বা যুগপৎ ব্যবস্থা গ্রহণ
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন / ট্রাস্ট ফান্ড গঠন বা যুগপৎ ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * উপকূলীয় জেলেদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে জেলেদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
|  | মাছের অবচয় হ্রাসরোধে আহরণোত্তর পরিচর্যা ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন | * মাছের অবচয় হ্রাসরোধে Safety Compliances-এর উন্নয়ন
 | * On-board Food Safety Compliances এর ওপর সারেং/নৌযান চালক/ ফিশিং ক্রুদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন
 | জুলাই ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন / ট্রাস্ট ফান্ড গঠন বা যুগপৎ ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * মৎস্য অবতরণকেন্দ্র ও আহরণোত্তর পরিচর্যা কেন্দ্র-এর সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের Safety Compliances বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের Safety Compliances বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। |
| * মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন
 | * মৎস্য ট্রলারে স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য তৈরির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা প্রবর্তন
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য তৈরির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পল্লী স্থাপন
 | জুলাই ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পল্লী স্থাপন করা হবে। |
| * সামুদ্রিক মৎস্য পণ্যের মানোন্নয়ন ও মূল্য সংযোজন
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য পণ্যের মানোন্নয়ন ও মূল্য সংযোজন ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * বাজার ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে বাজার ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে। |

**মধ্য মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা সময়সীমা: ২০২১ - ২০২৫ (৫ বছর)**

|  | **অভিষ্ট/লক্ষ্য**(Goal/Objective) | **মূল কার্যক্রম** (Key Activity) | **কার্যক্রমের বিবরণ**(Activity Details) | **বাসত্মবায়ন কাল**(Timeframe) | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১. | সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নিরূচপণ ও মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ | * ডাটা সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ
 | * ল্যান্ডবেজড সার্ভে ফ্রেম হালনাগাদকরণ
 | জানুয়ারী ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫ | “Sustainable Coastal & Marine Fisheries Project (SCMFP)” এর মাধ্যমে ল্যান্ডবেজড সার্ভে ফ্রেম হালনাগাদ করা হবে।  |
| * ল্যান্ডবেজড ডাটা সংগ্রহ ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে ল্যান্ডবেজড ডাটা সংগ্রহ ও পরিবীবক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে।  |
| * ল্যান্ডবেজড ডাটা সংগ্রহে স্থানীয় সুফলভোগীদের সম্পৃক্তকরণ
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে ল্যান্ডবেজড ডাটা সংগ্রহে স্থানীয় সুফলভোগীদের সম্পৃক্তকরণ করা হবে। |
| * তথ্য সংগ্রহকারীর দক্ষতা উন্নয়ন
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে ল্যান্ডবেজড সার্ভে ফ্রেম হালনাগাদ করা হবে।  |
| * বাণিজ্যিক ট্রলার ও আর্টিসনাল নৌযানের কার্যকর ক্যাচ মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলা
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে ল্যান্ডবেজড সার্ভে ফ্রেম হালনাগাদ করা হবে।  |
| * বঙ্গোপসাগরে মাছের মজুদ নিরূপণ ও সর্বোচ্চ টেকসই আহরণমাত্রা নির্ণয়
 | * গবেষণা ও জরিপ জাহাজের মাধ্যমে নিয়মিত ক্রুজ পরিচালনা
 | জানুয়ারী ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫ | এ পর্যন্ত আর.ভি. মীন সন্ধানী জাহাজের মাধ্যমে ২৪টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করে মোট ৪৩০টি প্রজাতি সনাক্ত করা হয়েছে এবং জৈবিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ৩৬৪ প্রজাতির মাছ, ৩৩ প্রজাতির চিংড়ি, ২১ প্রজাতির কাঁকড়া এবং ১২ প্রজাতির মোলাস্ক পাওয়া গেছে। গবেষণা ও জরিপ জাহাজের মাধ্যমে নিয়মিত ক্রুজ পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। |
| * বঙ্গোপসাগরের একাস্টিক (acoustic) সার্ভে পরিচালনা
 | ঐ | ০২/০৮/২০১৮ খ্রি. হতে ১৭/০৮/২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত খাদ্য ও কৃষি সংস্থা FAO এবং Institute of Marine Research (IMR) কর্তৃক পরিচালিত EAF\_ Nansen Program এর মাধ্যমে অত্যাধুনিক জরিপ ও গবেষণা জাহাজ R.V. Dr. Fridtjof Nansen দ্বারা বঙ্গোপসাগরে Acoustic সার্ভে পরিচিালিত হয়েছে। উক্ত সার্ভে কার্যক্রমে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ১৫ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেছেন। |
| * বঙ্গোপসাগরে প্রাপ্ত মাছের প্রজাতির তালিকা হালনাগাদকরণ
 | ঐ | সমাপ্তকৃত বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প এর মাধ্যমে মাছের প্রজাতির তালিকা প্রণয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছিল যা SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।  |
| * ল্যান্ডবেজড সার্ভে ও ক্রুজ পরিচালনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশেলষণ
 | ঐ | সমাপ্তকৃত বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প এর মাধ্যমে ২০১২-১৩ হতে ২০১৮-১৯ সাল পর্যন্ত আর্টিস্যনাল ফিসারিজের ল্যান্ডবেজড ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৮-২০১৯ সাল পর্যন্ত আর.ভি. মীন সন্ধানী জাহাজের মাধ্যমে ২৪টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করে মোট ৪৩০টি প্রজাতি সনাক্ত করা হয়েছে এবং জৈবিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে যা বিশ্লেষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| * প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন
 | ঐ | ২০১৪ সাল হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার মৎস্য সম্পদ আহরণ, ব্যবস্থাপনা, জরিপ ইত্যাদির জন্য দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে দেশে ১১১৮ এবং বিদেশে ১১১ জন মোট ১২২৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।  |
| * নতুন মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র চিহ্নিত হলে তার ব্যবস্থাপনা
 | * জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশেলষণের ভিত্তিতে নতুন মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রের আহরণ প্রকৃতি নির্ণয়।
 | জানুয়ারী ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় ও আহরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| **২.** | ইকোসিস্টেমভিত্তিক উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | * ঘোষিত মেরিন রিজার্ভ ও এমপিএ ব্যবস্থাপনা এবং নতুন মেরিন রিজার্ভ/এমপিএ ঘোষণা
 | * নতুন মেরিন রিজার্ভ/এমপিএ ঘোষণার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ।
 | জানুয়ারী ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫ | এমপিএ ঘোষণার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় ও যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় যার প্রেক্ষিতে হাতিয়ার নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন ৩১৮৮ বর্গ কি.মি. এলাকাকে মেরিন রিজার্ভ/এমপিএ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে |
| * সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় ও এমপিএ ঘোষণার লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ।
 | ঐ | সমাপ্ত |
| * মেরিন রিজার্ভ ও এমপিএ সংরক্ষণ এবং জৈবিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ।
 | জানুয়ারী ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ কার্যক্রম বাসত্মবায়ন ও মনিটরিং
 | * EEZ ও ABNJ এর ২০০ মিটার গভীরতার বাহিরে এবং আন্তর্জাতিক জলাশয়ে টুনা ও টুনাজাতীয় মৎস্য আহরণ।
 | জানুয়ারী ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫ | Exclusive Economic Zone (EEZ) এর বাহিরে Area Beyond National Jurisdiction (ABNJ) এর গভীর সমুদ্রে বাণিজ্যিকভাবে টুনা এবং অন্যান্য বৃহৎ পেলাজিক মৎস্য আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১০ টি লং-লাইনার এবং ০৭ টি পার্স সেইনার প্রকৃতির মোট ১৭ টি ফিশিং লাইসেন্সের সম্মতিপত্র মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রদান করা হয়েছে। সম্মতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ভেসেল সংগ্রহের প্রচেষ্টায় আছে।সরকারি অর্থায়নে গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।এছাড়াও টুনা মাছ আহরণের জন্য জাপান সরকারের সাথে যেীথ প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। |
| * EEZ ও ABNJ এর ২০০ মিটার গভীরতার ভিতরে ও বাহিরে নেরেটিক টুনা আহরণের কৌশল প্রবর্তন।
 |  |   |
| * Long Line Fishing এ দক্ষ জনবল তৈরি।
 | ঐ |  SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে Long Line Fishing এ দক্ষ জনবল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * টুনা মাছের ভ্যালুআ্যডেড মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য তৈরি ও বাজারজাতকরণ।
 | ঐ |  |
| * গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে সরকারী-বেসরকারী যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ
 | জানুয়ারী ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫ | চলমান রয়েছে।  |
| * মেরিকালচার ও কোস্টাল একোয়াকালচার সম্প্রাসারণে সমন্বিত পরিকল্পনা (Spatial Planning) প্রণয়ন ও বাসত্মবায়ন
 | * চাষ প্রবর্তনের জন্য সম্ভাবনাময় সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি নির্বাচন
 | জানুয়ারী ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫ | I |
| * সম্ভাবনাময় সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তন
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। Indian Ocean Rim Association (IORA) কর্তৃক অনুমোদিত Introduction of Oyster Culture in Bangladesh শীর্ষক একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে চাষ প্রবর্তনের জন্য সম্ভাবনাময় সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি নির্বাচনকরত: চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তন এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * উপকূলীয় এলাকায় পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো উন্নয়ন
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * উত্তম মৎস্যচাষ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তম মৎস্যচাষ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * এলাকা (zone) ও ক্লাস্টারভিত্তিক চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তন
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের এলাকা (zone) ও ক্লাস্টারভিত্তিক চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| **৩.** | পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (MCS) ব্যবস্থা জোরদারকরণ | * বাণিজ্যিক ট্রলারে ও মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স কার্যক্রমে শৃঙ্খলা আনয়ন
 | * মৎস্য আহরণে নিয়োজিত নৌযান ও সরঞ্জামের তথ্য হালনাগাদকরণ।
 | জানুয়ারী ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫ | চলমান রয়েছে। |
| * নৌযান ও সরঞ্জামের ডাটাবেইজ তৈরি।
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে সময়াবদ্ধ ও ফলাফলভিত্তিক সমন্বিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স কার্যক্রম জোরদারকরণে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস প্রবর্তন।
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * এমসিএস বাসত্মবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি
 | * মেরিন সার্ভিলেন্স চেকপোস্ট স্থাপন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।
 | জানুয়ারী ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৩ঐ | বাংলাদেশের চট্টগ্রামে একটি সামুদ্রিক সার্ভেলেন্স চেকপোষ্ট পরিচালিত হচ্ছে এবং SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ১৬টি সামুদ্রিক সার্ভেলেন্স চেকপোষ্ট নির্মাণ করা হবে। |
| * সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের জনবল বৃদ্ধি ও কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন
 | ঐ | সমাপ্তকৃত বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প এর মাধ্যমে নৌযান ও সরঞ্জামের ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে হালনাগাদকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| * বাণিজ্যিক ট্রলারে VMS ও মৎস্য নৌযানে AIS স্থাপন।
 | ঐ | সমাপ্তকৃত বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প এর মাধ্যমে এর মাধ্যমে ১৩৩ টি ট্রলারের Vessel Monitoring System (VMS) ডিভাইস সংযোজন করা হয়েছে।এছাড়া SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ১০০ টি ট্রলারের Vessel Monitoring System (VMS) ও ২০০০০ টি নৌযানে AIS ডিভাইস সংযোজন করা হবে। |
| * সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে সমন্বিত তদারকি ব্যবস্থার উন্নয়ন
 | * সংশিলষ্ট স্টেকহোল্ডারদের কার্যকর অংশগ্রহণে সমন্বিত তদারকি কার্যক্রম নিয়মিত বাস্তবায়ন
 | জানুয়ারী ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫ |  |
| * বিদেশি ট্রলার ও নৌযানের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে পেট্রোলিং ভেসেল ও হাইস্পীড বোট সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| **৪.** | সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ | * সামুদ্রিক মাছের অবাধ প্রজনন ও রক্ষার্থে মৌসুমি নিষেধাজ্ঞা প্রদান
 | * ৬৫ দিনের মৎস্য আহরণ নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
 | জানুয়ারী ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫ |  |
| * গবেষণার মাধ্যমে প্রজাতিভিত্তিক প্রজনন সময় ও এলাকা নির্ধারণপূর্বক অঞ্চল ও এলাকাভিত্তিক মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখার ব্যবস্থাগ্রহণ
 | জানুয়ারী ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৩ |  |
| * বাণিজ্যিক ট্রলারের বার্ষিক মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ
 | জানুয়ারী ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫ |  |
| * জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বাণিজ্যিক জাহাজের ব্যালাস্ট পানি নিয়ন্ত্রণ ও মেরিন লিটার দূষণ নিয়ন্ত্রণ
 | * ব্যালাস্ট পানি নিয়ন্ত্রণ ও মেরিন লিটার দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।
* বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ।
 | জানুয়ারী ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫ |  |
| * সামুদ্রিক মাছের ছবিসহ ক্যাটালগিং প্রস্ত্তত করণ
 | * দেশে বিদেশে বিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষিত ট্যক্সোনমিস্ট দ্বারা সামুদ্রিক মাছের প্রজাতি নিশ্চিতকরণ
* সকল প্রতিষ্ঠানের, সামুদ্রিক মাছের প্রজাতি তালিকা / বেইজলাইন ডাটা অভিন্ন করা নিশ্চিতকরণ।
 | জানুয়ারী ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫ |  |
| **৫.** | উপকূলীয় মৎস্যজীবী/জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন | * উপকূলীয় মৎস্যজীবীদৈর জীবনমান উন্নয়ন
 | * বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপকূলীয় জেলেদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
 | জানুয়ারী ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫ |  |
| * মৎস্য সরবরাহ ব্যবস্থায় উপকূলীয় জেলেদের সম্পৃক্তকরণ
 | ঐ |  |
| * উপকূলীয় জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে মডেল ফিসার্স ভিলেজ স্থাপন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি
 | ঐ |  |
| * মৎস্য আহরণে নিরাপত্তা বিধান ও ঝুঁকি হ্রাসকরণ
 | * উপকূলীয় জেলেদের আধুনিক মাছ ধরার সরঞ্জামসহ নিরাপদ নৌকা বিতরণ
 | জানুয়ারী ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫ |  |
| * উপকূলীয় জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন / ট্রাস্ট ফান্ড গঠন বা যুগপৎ ব্যবস্থা গ্রহণ
 | ঐ |  |
| * উপকূলীয় জেলেদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
 | ঐ |  |
| **৬.** | মাছের অবচয় হ্রাসরোধে আহরণোত্তর পরিচর্যা ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন | * মাছের অবচয় হ্রাসরোধে Safety Compliances-এর উন্নয়ন
 | * On-board Food Safety Compliances এর ওপর সারেং/নৌযান চালক/ ফিশিং ক্রুদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন
 | ঐ |  |
| * মৎস্য অবতরণকেন্দ্র ও আহরণোত্তর পরিচর্যা কেন্দ্র-এর সাথে সংশিলষ্ট স্টেকহোল্ডারদের Safety Compliances বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান
 | ঐ |  |
| * মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন
 | * মৎস্য ট্রলারে স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য তৈরির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা প্রবর্তন
 | ঐ |  |
| * স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য তৈরির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পল্লী স্থাপন
 | ঐ |  |
| * সামুদ্রিক মৎস্য পণ্যের মানোন্নয়ন ও মূল্য সংযোজন
 | ঐ |  |
| * বাজার ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন
 | ঐ | SCMF প্রকল্পের মাধ্যমে বাজার ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে। |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা সময়সীমা: ২০২৬ - ২০৩০ (৫ বছর)**

| **অভিষ্ট/লক্ষ্য** (Goal/Objective) | **মূল কার্যক্রম** (Key Activity) | **কার্যক্রমের বিবরণ**(Activity Details) | **বাসত্মবায়ন কাল**(Timeframe) | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Maximum Sustainable Yeild (MSY) প্রবর্তন।
 | * সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বাসত্মবায়নের উদ্যোগ গ্রহন।
* গবেষণার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব জাল চিহ্নিত করণ এবং প্রবর্তনে গনসচেতনতা সৃষ্টিকরণ।
* অবৈধ জাল এর ব্যবহার পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ
* সমন্বিত(MSY) প্রবর্তনে পারস্পরিক সহযোগীতা।
* মৎস্য আহরণ কোটা ব্যবস্থার প্রচলন করা
 | গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্বদ্যিালয়ের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব জাল চিহ্নিত করে তা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সংশিলষ্ট স্টেকহোল্ডাদের উৎসাহিত করা* গবেষণা ও জরিপ জাহাজের মাধ্যমে নিয়মিত ক্রুজ পরিচালনা
* ক্রুজ অব্যহত রাখার নিমিত্ত অত্যাধুনিক জরিপ জাহাজ সংযোজন
* বঙ্গোপসাগরের একাস্টিক (acoustic) সার্ভে পরিচালনা
* সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় ও আহরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ
* সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা কৌশল উন্নয়ন
* সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকার টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ
* সংরক্ষিত এলাকার সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জীবনমান উন্নয়ন
* Fish Ranching, Fish Enhancement এর মাধ্যমে জীববৈচিত্রের উন্নয়ন।
 | ২০২৫-২০৩০ |  |
| 1. স্যটেলাইটভিত্তিক সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ডাটাবেইজ তৈরি।
 | * কর্মসূচী প্রণয়ন
* প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি
* পারস্পরিক সহযোগীতা
 | * উন্নত প্রযুক্তি , জিওগ্রাফিকাল পজিশনিং সিস্টেম প্রবর্তন।
* স্যটেলাইট, রাডার, ইত্যাদি উন্নত প্রযুক্তি স্থাপন।
* সামুদ্রিক জোন ভিত্তিক গভীরতা, পানির ভৌত-রাসায়নিক প্যারামিটার, প্রজাতি প্রাপ্যতা, ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরি
* স্যাটেলাইট ইমেজ বিশ্লেষণ করে মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ
* মজুদ নিরচপণের নিমত্ত জিআইএস নির্ভর ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা
 | ঐ |  |
| 1. মেরিকালচার সম্প্রসারণ
 | * সামুদ্রিক মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ
 | * সামুদ্রিক মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ গবেষণা পরিচালনা
 | ঐ |  |
| * সামুদ্রিক সী-উইড/ওয়েস্টার/মাজলস/ক্ল্যামু ইত্যাদি কালচার সম্প্রসারণ
 |
| * সামুদ্রিক কেইজ কালচার সম্প্রসারণের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ
 | * উপকুলীয় অপেক্ষাকৃত স্থির মোহনাঞ্চলে সামুদ্রিক কেইজ কালচার সম্প্রসারণ
 |
| * সমদ্রে দ্বীপ ভিত্তিক কেইজ কালচার সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ
 |
| 1. মেরিন মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভেইলেন্সের উন্নয়ন
 | * লাইসেন্সিং কার্যক্রম জোরদারকরণ
 | * সকল বাণিজ্যিক ও আর্টিসানাল নৌযানকে লাইসেন্সিং এর আওতায় আনয়ন
 | ঐ |  |
| * লাইসেন্সিং সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা হালনাগাদকরণ
 |
| * লাইসেন্সিং ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ
 |  |  |
| * মেরিনপেট্রোলিংয়ের উন্নয়ন সাধন
 | * স্যাটেলাইটভিত্তিক মনিটরিং চালুকরণ
 | ঐ |  |
| * পেট্রোলিংয়ের নিমিত্ত হেলিকপ্টার সংযোজন
 |
| * অনবোর্ড অবজারভার কার্যক্রম সম্প্রসারণ
 |
| 1. মেরিন এবং কোস্টাল Spatial Plan প্রবর্তন।
 | * লিমনোলজিক্যাল, ইকোলজিকাল স্টাডির ভিত্তিতে ইকোসিস্টেমভিত্তিক উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন।
* মেরিকালচার এবং কোস্টাল আ্যাকুয়াকালচার এর সম্ভাব্য প্রজাতি চাষ প্রবর্তনে চাষপদ্ধতি, চাষের এলাকা ইত্যাদি সুনির্দিষ্টকরণ।
 | * আন্তমন্ত্রণালয় সমন্বয়
* বিশেষজ্ঞদের অন্তরর্ভূক্তকরণ
* লিমনোলজিক্যাল, ইকোলজিকাল স্টাডির ব্যবস্থা
* সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় ও আহরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ
* সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা কৌশল উন্নয়ন
* Fish Ranching, Fish Enhancement এর মাধ্যমে জীববৈচিত্রের উন্নয়ন।
 | ঐ |  |